ভাল বৈদ্য চিকিৎসক কতই আসিল।
বাছিয়া বাছিয়া কত ঔষধ খাওয়াইল।।
তবু রোগে শান্তি নাই হইল কাতর।
শক্তি নাই যষ্টিমাত্র চলিতে দোসর।।
প্রচলিত হইয়াছে হরিবোলা মত।
কত লোক ওড়াকান্দী করে যাতায়াত।।
ইহা শুনি দশরথ তবু নাহি যায়।
কি জানি কি ওড়াকান্দী না হয় প্রত্যয়।।
যারা যায় তারা কয় হরি আবির্ভূত।
শ্রীকান্ত হয়েছে এবে যশোবন্ত সূত।।
গেলে মাত্র রোগ সারে করিলে প্রণতি।
কিংবা প্রভু আজ্ঞা দিলে হয় রোগ মুক্তি।।
মুখের কথায় মাত্র রোগের আরোগ্য।
বৈরাগ্য কেহ বা পায় যদি থাকে ভাগ্য।।
শুনে দশরথ কয় 'বিশ্বাস না হয়।
কোন হরি ওড়াকান্দী হইল উদয়।।
না দেখিলে চক্ষু-কর্ণ বিবাদ না ঘুচে।
অবশ্য যাইব দেখিবার ইচ্ছা আছে।।
কি ভাব সে ওড়াকান্দী ভক্ত কিংবা হরি।
হেরিব মহাপুরুষে যদি যেতে পারি।।
কল্য প্রাতেঃ দরশন করিব ঠাকুর।
অদ্য গিয়া নিশিতে থাকি লক্ষ্মীপুর।।
বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধিবন্ত ইহা আমি জানি।
হরিভক্ত জ্ঞানী চুড়ামণি চূড়ামণি।।
শুনিয়াছি তাঁরা যায় ঠাকুরের বাড়ী।
তারা যদি বলে তবে মানিবারে পারি।।
আদি অন্ত বৃত্তান্ত শুনিব সেই স্থানে।
কেমন ঠাকুর তিনি তাঁরা ইহা জানে।।'
এত বলি যান চলি লক্ষ্মীপুর গ্রামে।
রহিলেন গিয়া বুদ্ধিমন্তের আশ্রমে।।
ঠাকুরের কথা তথা সকলি শুনিল।
শুনিয়া অন্তরে বড় ভক্তি জনমিল।।
প্রাতেঃ উঠি চলিলেন ওড়াকান্দী ধাম।
যষ্টি হাতে কষ্টেতে গমন অবিশ্রাম।।
ধীরে ধীরে চলিলেন বলবীর্য্যহীন।
চলে যায় মনে ভয় পালা সেই দীন।।
জ্বর আসিবার ভয়ে হরি হরি বলে।
হরিচাঁদ ব'লে ডাকে ভাসে অশ্রুজলে।।
হরি হরি বলি উত্তরিল ওড়াকান্দী।
বস্ত্র গলে চক্ষু গলে' দাঁড়াইল কাঁদি।।
ঠাকুর বলেন 'বাছা কি নাম তোমার?
দশরথ বলে 'আমি বড় দু'রাচার।।
নাম মোর দশরথ পদ্মবিলা বাস।'
প্রভু বলে "তুমি তো দশরথ বিশ্বাস।।
তুই তো বিশ্বাস আমি বড় অবিশ্বাস।
তন্ত্রে-মন্ত্রে শৌচাচারে না হয় বিশ্বাস।।
কেন বা আসিলি বাছা আমার নিকটে।
তুই শুদ্ধাচারী মোর শৌচ নাই মোটে।।
তিনবেলা সন্ধ্যা করো আরো স্নানাহ্নিক।
স্নান পূজা সন্ধ্যাহ্নিক মোর নাহি ঠিক।।
কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদবিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই।।
মোর ঠাঁই এলি বাছা কিসের কারণ।
কহ শুনি মনোকথা বুঝি তোর মন।।
প্রকাশিয়া বল শুনি ওহে দশরথ।
শুদ্ধাচারী সাধু তোর কিবা মনোরথ।।
কি জানি কি ওড়াকান্দী না হয় প্রত্যয়।
কোথাকার হরি এল ওড়াকান্দী গাঁয়।।
নদীয়াতে গৌররূপে গোলোক বল্লভ।
ওড়াকান্দী জন্ম তাঁর কিসে অসম্ভব?
মীন হৈনু, কুর্ম হৈনু, বরাহ, নৃসিংহ।
তা হতে কি হীন হৈনু ল'য়ে নর দেহ?
মাতাকে কড়ার দিনু নদীয়া ভুবনে।
করিব মাতা শেষ লীলা ঈশাণ কোণে।।